টুঙ্গিপাড়ায় ব্রি-ধানের বাম্পার ফলন

প্রতিনিধি, গোপালগঞ্জ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দিক নির্দেশনায় বাংলাদেশ ধান গবেষনা ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত সরু বালাম ব্রি ধান ৬৩ ও ব্রি ধান ৫৮ জাতের বাম্পার ফলন হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর নিজ উপজেলা টুঙ্গিপাড়ায় ব্রি ধান ৬৩ প্রতি হেক্টরে ৮.৪৮ টন উৎপাদিত হয়েছে। ব্রি-ধান ৫৮ জাতের ধানও হেক্টর প্রতি ৮ টনের উৎপাদিত হবে বলে বিশেষজ্ঞরা ধারণা করছেন। শুক্রবার দুপুরে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া উপজেলার পাটগাতী গ্রামে বাংলাদেশ ধান গবেষনা ইনস্টিটিউট, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ-বাগেরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প আয়োজিত ধান ব্রি ৬৩ ও ব্রি ৫৮ জাতের বৈশিষ্ট, উৎপাদন কলাকৌশল বিষয়ক কৃষক প্রশিক্ষণ ও মাঠ দিবসে ধান বিশেষজ্ঞরা এ তথ্য জানান।

এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. জীবন কৃষ্ণ বিশ্বাস। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন ব্রি-র পরিচালক প্রশাসন সাধারণ পরিচর্যা ড. মোঃ শাহজাহান কবির, ব্রি-র পরিচালক গবেষনা ডা. মোঃ আনসার আলী, ব্রি-র উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগের প্রজনন কর্মকর্তা ড. তমাল লতা আদিত্য, গোপালগঞ্জ কৃষি সম্প্রসারনের ডিডি কৃষিবিদ অতুল কৃষ্ণ মল্লিক। পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ-বাগেরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ডা.মোঃ আব্দুল জলিল মৃধার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে ব্রি-র উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগের প্রধান তমাল লতা আদিত্য, ব্রির ভাঙ্গা অঞ্চলিক কার্যালয়ের উর্ধতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মোঃ আমির হোসেন, টুঙ্গিপাড়া উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা এস.এম মনিরুজ্জামান, ইউপি মেম্বার মোঃ আসলাম সরদার, কৃষক নাসির শেখ, মোঃ কামরুল ইসলামসহ আরো অনেকে। টুঙ্গিপাড়া উপজেলার পাটগাতী গ্রামের কৃষক মোঃ কামরুল শেখের জমিতে উৎপাদিত ব্রিধান ৬৩ ধান কেটে পরিমাপ করে ৮.৪৮ টন ফলন পাওয়া যায় বলে মাঠ দিবসে জানানো হয়।

কৃষক মোঃ কামরুল শেখ বলেন, ব্রিধান ৬৩ চিটা হয় না। ফলন অত্যন্ত ভাল। ধান উৎপাদনে সময় কম লাগে। বাজারে এ ধানের দাম ভাল পাওয়া যায়। আগামীতে আমাদের এলাকায় এ ধানের আবাদ বৃদ্ধি পাবে।

কৃষক মোঃ নাসির শেখ বলেন, ব্রি ৫৮ জাতের ধান আবাদ করে ভাল ফলন পেয়েছি। ব্রি ২৮ জাতের অন্তত ১৫ দিন আগে ধান কাটা যায়। প্রাকৃতিক দুর্যোগের আগেই ধান কেটে ঘরে তোলা যায়। ব্রি ২৮সহ অন্য জাতের ধান ঝড়ে জমিতে পড়ে যায়। কিন্তু এ জাতের ধানে সে সমস্যা নেই। আগাম ধান কেটে ঘরে তুলে বেশি দামে ধান বিক্রি করা যায়।

ব্রির গাজীপুরের উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগের প্রধান তমাল লতা আদিত্য বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দিক নির্দেশনায় দীর্ঘ গবেষণা করে আমরা এ ধান উদ্ভাব করেছি। টুঙ্গিপাড়া এ ধান প্রদর্শনী প্লটে আবাদ করে বাম্পার ফলন পেয়েছি। ব্রি ধান ৫০ বাংলামতি ধানের চেয়ে ব্রিধান ৬৩ জাত ১.৪৮ টন বেশি ফলেছে। এ ধানের চাল দেশীয় বালামের মতোই। ব্রিধান ৫৮ ধানের ফলও আশানুরূপ হয়েছে। ব্রি ৫৮ জাতের ধান ব্রি ধান ২৮ জাতের ৭/১৫ দিন আগে কাটা যায়।

ব্রির ভাঙ্গা আঞ্চলিক কার্যালয়ের উর্ধতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তামোঃ তোফায়েল হোসেন বলেন, এ ধান চাষ করে হাই ব্রিডের মতোই ফলন পওয়া যায়। আপনারা এ ধানের বাড়তি যত্ন ও পরিচর্যা করলে বাম্পার ফলন পেয়ে লাভবান হবে। গোপালগঞ্জ কৃষি সম্প্রসারণের ডিডি কৃষিবিদ অতুল কৃষ্ণ মল্লিক বলেন, এ জাতের ধানকে বলা হয় ইনব্রিড। এ ধানের বীজ কৃষকই সংরক্ষন করতে পারেন। প্রতি কেজি বীজের দাম পড়ে মাত্র ৪০ টাকা। কিন্তু হাইব্রীড প্রতি কেজি বীজের দাম পড়ে ২শ' থেকে আড়াই শ' টাকা। হাইব্রীড বিদেশ থেকে আমদানী করতে হয়। ওই বীজ না গজালে বা ফুল ও শীশ না হলে আমাদের কিছুই করা থাকে না। এতে কৃষকের মার খাওয়ার ভয় থাকে। বিদেশ নির্ভরতা কমিয়ে আপনারা ব্রি ধান ৬৩ ও ব্রি ধান ৫৮ জাতের ধান চাষ করলে গোপালগঞ্জে ইনব্রিডের ধানের উৎপাদন বাড়বে। কৃষকের মার খাওয়ার ভয় থাকবে না।